DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

বর্ষ : ১৯ সংখ্যা : ৭৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০২৩

# ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
**ইসলামী আইন ও বিচার**
বর্ষ : ১৯ সংখ্যা : ৭৩

**প্রকাশনায়** : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

**প্রকাশকাল** : জানুয়ারি-মার্চ : ২০২৩

**যোগাযোগ** : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

**সম্পাদনা বিভাগ** : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

**বিপণন বিভাগ** : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

**অঙ্গসজ্জা** : আলমগীর হোসাইন

**দাম** : ১৫০ টাকা US $ 5

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 150 US $ 5

**[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]**

# ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা


**প্রধান সম্পাদক**
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোঃ শহীদুল ইসলাম

**সহকারী সম্পাদক**
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

**উপদেষ্টা পরিষদ**

**প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান**
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

**প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম**
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

**প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ**
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ**
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল**
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

**ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ**
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

**ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম**
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

**ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান**
সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

**সম্পাদনা পরিষদ**

**প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা**
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের**
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ**
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

**প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম**
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

**ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান**
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী**
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর


## প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য


ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

# সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়** .....৬

**বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার : ইসলামী দিক-নির্দেশনা** ৯
মো: মুহিবুর রহমান

**জনস্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ : প্রচলিত ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা** ৩১
মাহমুদুল আহসান
তাওহীদুল ইসলাম

**অর্থবিচারে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণে হাদীসপন্থি ও আধুনিক চিন্তকদের কর্মপদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা** ৪৯
বুরহান আল মাহমুদ

**প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে অপচয়ের বিধান : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** ৭৯
জাভেদ আহমাদ

**শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন ও ইসলামী দিক-নির্দেশনা : একটি পর্যালোচনা** ১০৫
মোহাম্মদ মারুফ

**ইসলাম ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে জুয়া : একটি পর্যালোচনা** ১২১
নূর মোহাম্মাদ


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭৩তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

যাচাই বাছাইয়ের নানা ঘাট পেরিয়ে এ সংখ্যায় মোট ছয়টি প্রবন্ধ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। তন্মেধ্যে শুরুতে জায়গা পেয়েছে নারী গৃহকর্মীদের অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধটি। বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ ও পরিবার চরম অর্থাভাবে জর্জড়িত। তাদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ- লেখাপড়া করানো সম্ভব হয় না। স্বাধীনভাবে আয়-উপার্জন ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে না পারায় বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নারী ও মেয়ে শিশু শহরাঞ্চলের বিত্তবানদের বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে জীবনধারণ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এসব নারী ও মেয়ে গৃহকর্মীদের সিংহভাগ হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। শুধু পারিশ্রমিকই নয়, বহু ক্ষেত্রে তাদেরকে অমানবিক নিপীড়ন-নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। বাংলাদেশের নারী ও শিশু অধিকার আইনে সকল নিপীড়ন-নির্যাতন প্রতিরোধে আইন থাকলেও অহরহ গৃহকর্মী নির্যাতন এমনকি মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরীহ অসহায় গৃহকর্মীরা তাদের উপর কৃত পাশবিক নির্যাতনের কোনো প্রতিকার পায় না। গৃহকর্তাদের এরূপ অমানবিক আচরণের পেছনে রয়েছে নৈতিক অধপতন ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব। "বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার : ইসলামী দিক-নির্দেশনা" শীষর্ক প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে গৃহকর্মীদের অধিকার ও তাদের সুরক্ষার দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব দিক-নির্দেশনা আইন সংশ্লিষ্ট মহল ও গৃহকর্তাগণ বিবেচনায় নিলে আশা করা যায় তা গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

জনস্বার্থে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কাজে সরকার কর্তৃক সাধারণ নাগরিকদের মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণের বহুল চর্চা রয়েছে। কিন্তু প্রায়শই এক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের অধিকার খর্ব করা হয় এবং তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে অসংগতি দেখা যায়। "জনস্বার্থে রাষ্ট্রকর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ : প্রচলিত ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে জনগণের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার

দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমি অধিগ্রহণ নীতি অনুসরণ করলে আশা করা যায়, সরকার ও জনগণ উভয়পক্ষের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

পবিত্র কুরআনের পরই ইসলামী বিধানের অন্যতম উৎস হিসেবে হাদীসের অবস্থান। হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের নানা পদ্ধতি ইতোমধ্যে চর্চিত হচ্ছে, গড়ে উঠছে স্বতন্ত্র শাস্ত্র। তন্মধ্যে হাদীসের মূল ইবারত তথা (Text) এর অর্থ বিচারে হাদীস গ্রহণ ও বর্জন একটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি। "অর্থবিচারের হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণে হাদীসপন্থি ও আধুনিক চিন্তকদের কর্মপদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় আলোচনা করে পূর্বেরকার মুহাদ্দিসীন ও আধুনিক চিন্তকদের মধ্যে হাদীস পর্যালোচনার পথ ও পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। হাদীস সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসুদের জন্য এ প্রবন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, আশা করি তাঁরা এটির দ্বারা উপকৃত হবেন।

অপচয় একটি গর্হিত ও নিন্দিত কাজ। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র যেকোনো পর্যায়েই হোক না কেন, অপচয় দুর্ভিক্ষ, বিপর্যয় ও দারিদ্র্য টেনে আনে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানা অপচয় ও অপব্যয়ের ঘনঘটা দেখা যায়। এটা রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপদের কারণ এবং যেকোনো মুসলিমের আখেরাতের পরিণতির জন্য আশঙ্কাজনক। মহান আল্লাহ অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে সতর্ক করে অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে হুঁশিয়ার করেছেন। এই অনাচার থেকে ব্যক্তি, দেশ ও জাতি যাতে বেঁচে থাকতে পারে তারই আলোচনা রয়েছে "প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে অপচয়ের বিধান : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে।

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। শিশুরা জাতির ভবিষ্যত। শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার মধ্যেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুদের উপর অকথ্য নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। যার ফলে তাদের জীবনে পূর্ণতা আসেনা। শিশু নির্যাতন রোধে বাংলাদেশে আইন থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হয়না। ইসলাম শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শিশুরা যাতে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে সেজন্য ইসলাম মা-বাবা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। "শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন ও ইসলামের দিকনির্দেশনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যা অনুসৃত হলে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

জুয়া সব সমাজেই একটি ঘৃণ্য ও মন্দ কাজ। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে এটিকে 'শয়তানের কাজ' বলে অভিহিত করেছেন। "ইসলাম ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে জুয়া : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে জুয়ার শরয়ী বিধানসহ সমাজে এর ক্ষতিকর দিকগুলো উপস্থাপন করে এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের বিধানাবলীর আলোকে জুয়াকে প্রতিরোধ করা হলে আমাদের সমাজ থেকে অনেক অনাচার হ্রাস পাবে।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭৩তম সংখ্যার প্রবন্ধগুলো আশা করি সকলের কাছে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

**- প্রধান সম্পাদক**